মুন্সীগঞ্জবাসী ভালো নেই

রিপোর্ট : **খোন্দকার তানভীর জামিল ও নাসির উদ্দিন উজ্জল**

দেশের অন্যতম প্রাচীন জনপদ অধুনা বিক্রমপুর খ্যাত মুন্সীগঞ্জ জেলায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে স্থানীয় জনমনে ব্যাপক ক্ষোভ আছে। তবে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা ঠিকই নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। গত ৪ বছর ধরে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের ৩০-৩৫ জন স্থানীয় নেতা এবং তাদের সন্ত্রাসী বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে নানা অপকর্ম করছে মুন্সীগঞ্জজুড়ে। এর মধ্যে খুন, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভূমিদস্যুতা এবং নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, এমনকি জামে মসজিদের ভেঙ্গে টিন-কাঠ-বাশ লুটপাটের ঘটনা অন্যতম। সরকারি দল করার সুবাদে তারাই এখন মুন্সীগঞ্জের হর্তাকর্তা। পুলিশও এদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা নেয় না। গ্রেপ্তারও করে না। সরকারি দলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা এদের 'শেল্টার' দেওয়ায় থানা-পুলিশ নির্বিকার থাকে। বরং তাদের কথায় উঠে-বসে। বদৌলতে প্রভাবশালী নেতারা এবং পুলিশ নানাভাবে লাভবান হয় বলে অভিযোগ আছে। এর ওপর দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে দলীয় ও আন্তঃদলীয় কোন্দল জনগণের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা জিইয়ে রেখেছে।

মুন্সীগঞ্জ সদর : 'ভাই মহিউদ্দিন'ই বড় হোতা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, সদর আসনের (মুন্সীগঞ্জ-৪) বিএনপি সাংসদ আব্দুল হাইয়ের ছোট ভাই মহিউদ্দিন ওরফে ভাই মহিউদ্দিন এবং চাচাতো ভাই গোলাম মোস্তফার নেতৃত্বে একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। যারা মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। এই সিন্ডিকেটে রয়েছেন শহর বিএনপির সভাপতি মোঃ শাহজাহান শিকদার, সাধারণ সম্পাদক ও ৮ নং ওয়ার্ড কমিশনার শহীদুল ইসলাম ওরফে শহীদ কমিশনার, জেলা বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক ও ১ নং ওয়ার্ড কমিশনার ভিপি মুকুল, চরকেওয়া ইউনিয়নের চেয়রাম্যান আব্দুল হাকিম মিজি এবং উত্তর ইসলামপুরের যুবদল নেতা

মুন্সিগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুল

রিপন মিয়া। এদের মধ্যে শাহজাহান শিকদার, শহীদ কমিশনার, লিটন কমিশনার, ভিপি মুকুল থানাসহ স্থানীয় প্রশাসন 'দেখাশোনা করেন'। এছাড়া পৌরসভা, এলজিইডি, সড়ক ও জনপথ বিভাগের টেন্ডারবাজি নিয়ন্ত্রণ করেন ভাই মহিউদ্দিন এবং তার সহযোগীরা। এই সিন্ডিকেট গত ১৮ মে ও ৬ জুন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় ৪ কোটি ৩ লাখ টাকার ১১ গ্রুপে ৫২টি উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডার নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়।

তবে মাঝেমধ্যে বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যেও বিরোধ বাধে। এর জের ধরে গত ২৯ নবেম্বর সদরে বিএনপি কার্যালয়ের সামনে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্যানেল চেয়ারম্যান শহীদ কমিশনার নিজ দলীয় কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত হন। এর নেতৃত্ব দেন উত্তর ইসলামপুরের যুবদল নেতা রিপন মিয়া।

জানা গেছে, শাহজাহান শিকদারের ছেলে শিপলুর বিরুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ লাইন এলাকায় চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। তবে তার পিতা এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শহীদ কমিশনারের ভাগিনা যুবদল নেতা সুলতান ও তার সহযোগী জসিম মানিকপুর ও নতুনগাঁও এলাকায় ভূমিদস্যুতায় লিপ্ত। তার আরেক ভাগিনা আরিফ হোসেন দক্ষিণ ইসলামপুর এলাকায় মাদক ব্যবসা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। শহীদ কমিশনারের ভাতিজা হরগঙ্গা কলেজের বর্তমান ভিপি শাহরিয়ার, ভাগিনা সুমন, জিএস নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ছাড়াও তাদের শেল্টারে একটি গ্রুপ কলেজের পূর্ব পাশে প্রতিদিনই ছিনতাই, রাহাজানি ও ডাকাতি করে বলে অভিযোগ আছে।

শহীদ কমিশনারের আরেক ভাতিজা আম্মানের নেতৃত্বে রিজেল, আসাবুদ্দিনসহ মোট ৬ জন গত ১৭ অক্টোবর সকালে হরগঙ্গা কলেজ এলাকায় এক পুলিশের সামনেই তার স্ত্রীর গলার হার ছিনতাই করে। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে হারটি উদ্ধার করা হয়। শহীদ কমিশনার অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মুন্সীগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুল

মুন্সীগঞ্জ সদর থানার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী তারিক কাশেম খান মুকুল বর্তমানে জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কমিশনার। এক সময় হরগঙ্গা কলেজের ভিপি থাকায় এখন সে ভিপি মুকুল নামেই সমধিক পরিচিত।

বিএনপির এই দোর্দন্ড প্রতাপশালী নেতার বিরুদ্ধে দখল-ধর্ষণ, খুন, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির অভিযোগে ১৯৯১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত স্থানীয় থানায় ৪টি হত্যাসহ মোট ১৪টি মামলা দায়ের করা হয়। এসব নিয়ে তার বক্তব্যসহ 'মুন্সীগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুল' শীর্ষক একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৭ ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায়ও প্রকাশিত হয়। এর পরপরই সে পালিয়ে ঢাকায় চলে আসে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদককে মোবাইল ফোনে কয়েক দফা হুমকিও দেয়। তবে এর মাস চারেক পরেই ভিপি মুকুল ঢাকা থেকে চলে যায় এবং তার সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে গোটা মুন্সীগঞ্জ সদর দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অভিযোগ আছে, ভিপি মুকুলকে স্থানীয় বিএনপি সাংসদ আবদুল হাই, তার ছোট ভাই মহিউদ্দিন ওরফে 'ভাই মহিউদ্দিন' এবং চাচাতো ভাই গোলাম মোস্তফা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন।

১৯৯১ সালে মা ও মেয়েকে একই ঘরে এবং ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর মুন্সীগঞ্জ সদরের চরকেওয়ার ইউনিয়নের নমকান্দি, চরকেওয়ার ও ভিটি হোগলাকান্দি গ্রামের চারটি মেয়ে ভিপি মুকুল ও তার সহযোগীদের গণধর্ষণের শিকার হন বলে অভিযোগ আছে। তবে সে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগে মুন্সীগঞ্জ জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটি থেকে তাকে বাদ দেয়া এবং জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার বিরুদ্ধে দায়ের করা ১২টি মামলা প্রত্যাহারের কথা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে স্বীকার করেন ভিপি মুকুল। সে আরো জানায়, বর্তমানে তার বিরুদ্ধে শুধু ফেরদৌস ওরফে ফেরু হত্যা এবং একটি চাদাঁবাজির মামলা [নং ২৬ (১২) ০১] আছে (১৭ ডিসেম্বর '০৪ সংখ্যা)। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপি সাংসদ আব্দুল হাই বলেন, 'আপনারা লিখেছেন ২০০১ সালের নির্বাচনের পর ৪টা ধর্ষণ করেছে। কিন্তু আমি যে ৪টা ধর্ষণের ঘটনার বিচার করেছি সেইটা তো লিখলেন না (৩১ ডিসেম্বর

'০৪ সংখ্যা)।' তার এ বক্তব্য ভিপি মুকুল ও তার সহযোগীদের গণধর্ষণ ঘটনার সত্যতাই প্রমাণ করে। এরপরও ২০০৩ সালের ৫ জুন অনুষ্ঠিত শহর বিএনপির সম্মেলনে ভিপি মুকুলকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়। আর ওই বছর অনুষ্ঠিত মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে ১ নং ওয়ার্ডে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে কমিশনার হয় সে। ভিপি মুকুলসহ একাধিক সন্ত্রাসীকে শেল্টার দেয়া প্রসঙ্গে আব্দুল হাই বলেন, 'আমারে গডফাদার কইছেন না, যান এবার গ্র্যান্ড গডফাদার লেখেন গিয়া।'

ডিবি পুলিশের ওপর ভিপি মুকুল বাহিনীর হামলা

মুন্সীগঞ্জ জজকোর্টে গত ৩০ জানুয়ারী একটি চাদাঁবাজির মামলায় [নং ২৬ (১২) ০১]সাক্ষী দেয়ায় ডিবির কনস্টেবল দৌলত খানকে ভিপি মুকুলের সামনে শহর ছাত্রদল সভাপতি মহসিনের নেতৃত্বে কয়েকজন সন্ত্রাসী আদালতেই তাকে মারপিট করে। তবে ভিপি মুকুল ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না বলে দাবী করেছে। এ সম্পর্কে দৌলত খান বলেন, 'ভিপি মুকুলের সন্ত্রাসীরা শুধু হামলাই করেনি,আমাকে হত্যারও হুমকি দিয়েছে।' মহসিনকে আসামী করে এ ব্যাপারে সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেও পুলিশ এখনও তাকে গ্রেফতার করেনি। জানা গেছে, মুন্সীগঞ্জের মাঠপাড়ার বাসিন্দা রওশন আরা বেগম ২০০১ সালের ৩১ ডিসেম্বর সদর থানায় ওই চাদাঁবাজির মামলাটি (নং ২৬) দায়ের করেন। তিনি এজাহারে অভিযোগ করেন, 'গত ২ মাস আগে মো: মুকুল (ভিপি মুকুল), শাহ আলম, মহসীন ও মহিউদ্দিন (দুই ভাই), আলমগীর, বিটু, শুভ, জামান, ফারুক, মোসলেম, আইয়ুব আলী ও ইউসুফ কারীগর (দুই ভাই) এবং বাবু আমার কাছে ৫ লাখ টাকা চাদাঁ দাবী করে। কিন্তু আমি চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে উপরে উল্লেখিত আসামীরা গত ২৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টায় লাঠি, দাও, কুড়াল, পিস্তল নিয়ে আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমাকে বাড়ি ছেড়ে দেয়ার জন্য হুমকি দেয়। .... মো: মুকুলের (ভিপি মুকুল) হুকুমে আসামীরা আমার বাড়ি-ঘর কুড়াল ও দাও দিয়ে কুপিয়ে প্রায় ২০ হাজার টাকার ক্ষতি করে। এরপর তারা আগামী ২/১ দিনের মধ্যে চাঁদা না দিলে আমাকে খুন করে লাশ গুম করা হবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। প্রসঙ্গত আমার বাড়ীতে মুন্সীগঞ্জ জেলা ডিবির দুইজন এবং এন এস আইয়ের একজন কর্মকর্তা ভাড়া থাকে এবং তারাও এ ঘটনা সম্পর্কে জানে।' এই মামলা করার পরও ভিপি মুকুল চাঁদার দাবীতে আবারও হামলার হুমকি দেয় রওশন আরা বেগমকে। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে মাঠপাড়ার বাড়ি ছেড়ে কোর্টগাও এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

আবদুল হাইয়ের ছোট ভাই মহিউদ্দিন ওরফে ভাই মহিউদ্দিনকে টেলিফোনে বিভিন্ন অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'এসব অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে মোস্তফা ঢাকায় অস্ত্রসহ ধরা পড়েছিল। এখন সে আর এসবের সঙ্গে জড়িত নয়।'

'সন্ত্রাসীদের প্রোটেকশন দেয়া হচ্ছে, তাই এখানে র‍্যাবের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ'

মাহী বি. চৌধুরী
সংসদ সদস্য, মুন্সিগঞ্জ-১

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমান জোট সরকারের আমলে মুন্সীগঞ্জে কি রকম উন্নয়ন হয়েছে।

মাহী বি. চৌধুরী : বিএনপির ধারণা, একসময় মুন্সীগঞ্জ তাদের ঘাঁটি ছিল। কিন্তু এখন তারা বিএনপির সঙ্গে বিদ্রোহ করেছে। তাই গত ২ বছরে এ জেলার ব্যাপারে খালেদা জিয়ার মনে প্রচন্ড অনীহা সৃষ্টি হয়েছে, এটা সুস্পষ্ট। এজন্য রাজধানীর পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়া সত্ত্বেও মুন্সীগঞ্জে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি বর্তমান সরকারের আমলে।

২০০০ : বর্তমান জোট সরকারের আমলে আপনার এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে?

মাহী : আমি ২০০২ সালের জানুয়ারিতে প্রচুর কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেগুলো অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় আমি পদত্যাগ করি। তারপর থেকে সেসব কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

২০০০ : আপনার এলাকায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি হয় কি না?

মাহী : আমি যতদিন ছিলাম, তখন ছিল না। কিন্তু আমি চলে আসার পর চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

২০০০ : মুন্সীগঞ্জে সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাস হয় মুন্সীগঞ্জ সদরে। কিন্তু র‍্যাবের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে আপনার নির্বাচনী এলাকা শ্রীনগরের ভাগ্যকুলে। এর কারণ কী?

মাহী : বিকল্পধারার কর্মীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই হয়তো ভাগ্যকুলে র‍্যাবের ক্যাম্প করা হয়েছে। তবে র‍্যাবের কারণে আমার এলাকায় যদি সন্ত্রাস কমে, তাহলে আমি খুশি হবো, যদি ক্রসফায়ার না হয়। আমার কথা হলো, বিচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের কারাদন্ড বা ফাঁসি দেয়া হোক।

২০০০ : মুন্সীগঞ্জে সন্ত্রাসীদের ধরতে র‍্যাবের ভূমিকা সন্তোষজনক কিনা?

মাহী : র‍্যাব থাকলেও তাদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। কারণ সন্ত্রাসীরা সরকারি দলের সঙ্গে জড়িত এবং বিকল্পধারার বিরুদ্ধে আগামী নির্বাচনে তাদের ব্যবহার করতে হবে। এ কারণে সন্ত্রাসীদের প্রোটেকশন দেয়া হচ্ছে। তাই এখানে র‍্যাবের সমস্ত তৎপরতা বন্ধ রাখা হয়েছে। এদের সঙ্গে মন্ত্রী পর্যায়ের লোকজন সরাসরি জড়িত।

২০০০ : ১৭ আগস্ট মুন্সীগঞ্জ ছাড়া বাকি ৬৩টি জেলায় বোমাবাজি হয়েছে। এর কারণ কী?

মাহী : আমার মনে হয় মুন্সীগঞ্জে বোমাবাজি হলেও জানাজানি হয়নি অথবা ডিফিউজড হয়ে গেছে। তাই বোমা ফাটেনি। অথবা এ জেলায় জঙ্গিবাদ নেই। সে ক্ষেত্রে এটা আমাদের গর্ব। কিংবা এখান থেকেই বোমা ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে। যেখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশন হয়, সেখানে এর প্রয়োগ হয় না। এটাও হতে পারে। তবে এটা হাইপোথিসিসিস। তদন্ত ছাড়া আসল ঘটনা তো জানা সম্ভব নয়। তবে এখান থেকে ডিস্ট্রিবিউশনের সম্ভাবনা রয়েছে।

চরকেওয়ায় হাকিম মিঝির সন্ত্রাস

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়ন চরকেওয়া। এর পাশে আরো চারটি ইউনিয়ন আছে। এগুলো হচ্ছে আধারা, মোল্লাকান্দি, শিলই এবং বাংলাবাজার ইউনিয়ন। চরকেওয়া ইউনিয়নের ওপর দিয়ে এ চারটি ইউনিয়নে যাতায়াত করতে হয়। বর্তমানে স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল হাকিম মিঝি চরকেওয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তবে স্থানীয় সূত্র মতে, চরকেওয়া সহ পাঁচটি ইউনিয়নের হর্তাকর্তা হচ্ছে ইউপি চেয়ারম্যান হাকিম মিঝি। অভিযোগ রয়েছে, চরকেওয়াসহ পাঁচটি ইউনিয়নের চাষীরা আলু উৎপাদনের পর এসব জমির আলু জোরপূর্বক উঠিয়ে নেয় হাকিম মিঝির সন্ত্রাসী বাহিনী।

বালু মহালের লুটপাট, সন্ত্রাসীদের শেল্টার দেয়াসহ অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে বিএনপি সাংসদ আব্দুল হাই সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যা অভিযোগ পাইছেন লিখা দেন। বাকিটা পাবলিকে বুঝবো।'

আওয়ামী লীগও গৃহবিবাদে জর্জরিত

গত ৩০ বছর ধরে মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে মহিউদ্দিন। এ ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তারই আপন ছোট ভাই আনিসউজ্জামান আনিস। সে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি ও পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। আর দুই ভাইয়ের বিবাদের কারণে গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে সদরের

সন্ত্রাস কবলিত ৫ উপজেলা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা যায়, মুন্সীগঞ্জ জেলার বাকি ৫টি উপজেলাতেও সরকারি দলের শেল্টারে সন্ত্রাসীরা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান মোল্লার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয়ার অভিযোগ আছে। যদিও তিনি এ অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ জেলায় র‍্যাবের কর্মকান্ড না থাকা প্রসঙ্গে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'মুন্সীগঞ্জে কোনো সন্ত্রাসী নেই। আর ভিপি মুকুলও সন্ত্রাসী নয়।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাতগাঁও গ্রামের আল-আমিন, বড় নওয়াপাড়ার জুয়েল, বেজগাঁওয়ের বাবু, শহীদুল, উজ্জ্বল, কিরণ, বায়েজীদ, যুবদলের ইসমাইল ও বিপ্লব এবং আওয়ামী লীগের নেতা মুন্না তার প্রশ্রয়ে লৌহজং উপজেলায় সন্ত্রাস-চাঁদাবাজিতে লিপ্ত।

মসজিদ ভেঙেও লুটপাট!

গত বছরের ২১ নবেম্বর দিনে-দুপুরে বিএনপি নেতা জসিমের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন দলীয় ক্যাডার লৌহজং উপজেলার উত্তর জসুলদিয়া জামে মসজিদ ভেঙে টিন-কাঠ লুটপাট করে। মুসল্লিরা পরে খোলা আকাশের নিচে নামাজ পড়েন। মসজিদটির জমিদাতা ও মোতাওয়াল্লি আঃ মতিনের বড় ভাই আব্দুর রউফ জানান, 'নানা অনিয়মের কারণে মসজিদ কমিটি থেকে জসিমকে বাদ দেয়ায় সে এই কাজ করেছে।'

সিরাজদিখান উপজেলা : চলছে টেন্ডারবাজি- চাঁদাবাজি

সিরাজদিখান উপজেলায় সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বালুমহালে লুটপাটের অভিযোগ আছে বিএনপি নেতা আমির উদ্দিন, শমসের, মাহামুদুর রহমান এবং কুট্টির বিরুদ্ধে। এরা স্থানীয় সাংসদ ও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মিজানুর রহমান সিনহার ঘনিষ্ঠ। স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মিজানুর রহমান সিনহার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও লৌহজং থানা ছাত্রদল সভাপতি বাহারের নেতৃত্বে ধলেশ্বরী নদীতে বালু লুটপাট চলছে অবাধে। এর ফলে টঙ্গিবাড়ী উপজেলার হাসাইন ও পাঁচগাঁও ইউনিয়ন এখন ভাঙনের মুখে। এছাড়া স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ যুবদল নেতা সালাম, মোশাররফ হোসেন নসু এবং মেদেনী মন্ডল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদুল হক মুন্না মাওয়া ফেরিঘাটকে চোরাচালানের ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত করেছে বলে অভিযোগ আছে। এ ফেরিঘাট দিয়ে প্রতিদিন ২৩টি জেলায় বাস-ট্রাক চলাচল করে। এসব পরিবহন থেকে শ্রমিক দলের নেতা চান মিয়া, গাওস, আব্দুর রহমান প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করছেন।

টঙ্গিবাড়ী উপজেলা

টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় সন্ত্রাসী লালনের অভিযোগ আছে থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন শেখের বিরুদ্ধে। তার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে যুবদল নেতা আলমগীর, শাহাজাহান, ওয়াসিম মল্লিক, ছাত্রদলের বদিউল আলম বদু, কেরামত আলী, ফরহাদ, সুমন, সোহেল সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে। এছাড়া আবুল হোসেন শেখ নিজেও প্রায় ৩ বছর আগে টঙ্গিবাড়ী

কোটগাঁও এলাকায় খুন হন তাদেরই আপন ভাতিজা ও শহর ছাত্রলীগ সভাপতি তাপস। গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন আনিস। হত্যাকান্ডের সময় মহিউদ্দিন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, তাপসের বাবা খালেকুজ্জামান খোকা মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৯৯৩ সালে মারা যান। এরপর প্রথমে মহিউদ্দিন এবং পরে আনিস লাঠিয়াল হিসেবে তাপসকে ব্যবহার করে।

স্থানীয় সূত্র মতে, ২০০৫ সালে তাপস শহর ছাত্রলীগের সভাপতি হওয়ার পর থেকেই ডা. মতি ওরফে বেরহম মতি, নাইম, জালিম মতি, এলান, কাজলসহ মহিউদ্দিন গ্রুপের কতিপয় ক্যাডার রীতিমতো আতংকিত হয়ে পড়ে। আর সে মহিউদ্দিনের ভাতিজা হওয়ায় তারা কিছুই করতেও পারছিল না। কিন্তু গত ২৬ সেপ্টেম্বর দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া যখন চরমে ওঠে, ঠিক তখনই তাপসকে গুলি করে মহিউদ্দিন গ্রুপের ক্যাডাররা তাকে চিরতরে সরিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে মহিউদ্দিনসহ ১৮ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন আনিস। মূলত দলীয় গ্রুপিং এবং আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়নকে কেন্দ্র করেই তাপস খুন হয় বলে এলাকাবাসী মনে করেন। কিন্তু ২৮ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশের ৫০ জেলায় একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের হত্যা করে উল্টো আওয়ামী লীগের ঘাড়ে এর দায়ভার চাপানোর পরিকল্পনা নিয়েছে জোট সরকার। এরই অংশ হিসেবে মুন্সীগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা তাপসকে হত্যা করে তার দায়ভার আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিনের ঘাড়ে চাপানোর ষড়যন্ত্র চলছে।' এ ব্যাপারে আনিসউজ্জামান আনিস সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'সারা দেশে জোট সরকারের অব্যাহত দমন-পীড়ন সম্পর্কে নেত্রী এ কথা বলেছেন। এর সঙ্গে মুন্সীগঞ্জের ঘটনা সম্পৃক্ত নয়।' আর মহিউদ্দিন বলেছেন,' তাপস হত্যাকান্ডের জন্য আনিসই দায়ী।'

সদর আসনে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী মোঃ হাফিজুর রহমান খান

আর দুই ভাইয়ের বিবাদের ফলে আগামী নির্বাচনে মুন্সীগঞ্জ-৪ আসনে গজারিয়ার আওয়ামী লীগ নেতা মো: হাফিজুর রহমান খান মনোনয়ন পেতে পারেন বলে জানা গেছে। তিনি গজারিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক সালাউদ্দিন খান বকুল ওরফে বকুল চেয়াম্যানের ছেলে। স্থানীয় অভিজ্ঞ মহলের মতে, এ আসনে আওয়ামী লীগ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। কিন্তু বারবার নির্বাচনে পরাজয়, গত সরকরের আমলে টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগ নেতা বছিরউদ্দিন মাতবর, গজারিয়ার বিজয় বল্লভ, যুবলীগ নেতা আবদুল আজিজ এবং ছাত্রলীগ নেতা শাহীন হত্যাকান্ড ধামাচাপা দেয়ায় সহায়তা করা, কর্মীদের অবমূল্যায়ন এবং সর্বশেষ তাপস হত্যাকান্ডের ফলে মুন্সীগঞ্জ আওয়ামী লীগে মহিউদ্দিন সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। এরপরেও আগামী নির্বাচনে মহিউদ্দিনকে মনোনয়ন দেয়া হলে তার ভাই আনিস স্বতন্ত্র প্রার্থী হবেন এটা নিশ্চিত। এর ফলে মনোনয়ন প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগ নেতা মো: হাফিজুর রহমান খান ইতিমধ্যে দলীয় হাইকমান্ডের দৃষ্টি আর্কষনে সফল হয়েছেন।

আওয়ামীলীগ নেতা মহিউদ্দিনের ফাসির দাবিতে পোষ্টার

দৃশ্যপটে বিকল্পধারা : বিপাকে বিএনপি

বিএনপির দুর্গ বলে পরিচিত মুন্সীগঞ্জের ৪টি আসনেই গত নির্বাচনে জয় লাভ করে বিএনপি। এর মধ্যে মুন্সীগঞ্জ-১ থেকে নির্বাচিত হন অধ্যাপক বি. চৌধুরী। নির্বাচনের পরপরই তাকে রাষ্ট্রপতি করা হলে এ আসনটি শূন্য হয়ে যায়। উপনির্বাচনে তার ছেলে মাহী বি. চৌধুরী বিএনপি প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। কিন্তু ২০০২ সালের ২১ জুন বি. চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রায় বছরখানেক নীরব থাকার পর তিনি বিকল্পধারা বাংলাদেশ নামের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ সময় বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে মাহী বি. চৌধুরী এবং ঢাকা-১০ আসনের সাংসদ মেজর (অবঃ) আবদুল মান্নান এ দলে যোগ দেন। ২০০৪ সালের ১১ মার্চ ঢাকায় বিকল্পধারার সভা আহ্বান করা হয়। আর তা পন্ড করতে পুলিশের পাশাপাশি সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দেয় সরকার। এদিকে ২০০৪ সালের ৬ জুন মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের উপনির্বাচনে

বাজারের পশ্চিমে রাস্তার দুই পাশে আওলাদ মাঝির জমি দখল করেছে। সেখানে প্রায় ৫০টির মতো বাড়ি তৈরি করে তিনি ভাড়া তুলছেন।

গজারিয়া : বালুমহালে লুটপাট

গজারিয়া উপজেলার মেঘনা নদীর বালুমহালগুলো থেকে প্রতিদিনই অবৈধভাবে প্রায় ১ কোটি টাকার বালু উত্তোলন করা হয়। আদালতে রিট করে ৭টি কোম্পানি প্রায় ২০০ হেক্টর জায়গায় বালু তোলার নির্দেশ পেলেও তারা ৮২০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বালু কাটছে। এমনকি তারা রাতেও অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে। এর ফলে ৮টি গ্রাম ভাঙনের মুখে পড়েছে। কিন্তু স্থানীয় বিএনপি সাংসদ আবদুল হাইয়ের ঘনিষ্ঠ লোকজন এর সঙ্গে জড়িত বলে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদও করার সাহস পাচ্ছে না।

শ্রীনগর : র‍্যাবের নাম ভাঙ্গিয়ে ভূমি দস্যুতা

শ্রীনগর উপজেলায় ভূমি দস্যুতা, থানায় দালালী, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজির অভিযোগ রয়েছে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, ছাত্রদল সভাপতি আওলাদ হোসেন উজ্জল, যুবদল সভাপতি কানন, বিএনপির সহসভাপতি ও ভাগ্যকুল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সহিদুল ইসলাম একুল এবং আহমেদ হোসেনের বিরুদ্ধে । তবে আহমেদ হোসেন কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয়। আর ২০০২ সালের অপারেশন ক্লিন হার্টের সময় কানন গ্রেফতার হয়েছিল। জানা গেছে, এই নেতাদের শেল্টারে ভাগ্যকুল, বাঘড়া, কামারগাঁওসহ বিভিন্ন এলাকায় নানা অপকর্ম করছে বিএনপি নেতা সামাদ মেম্বার, আহম্মদ আলী, ইউসুফ, আইয়ুব আলী মাস্টার, মোহসীন হোসেন, বাঘড়া যুবদল সভাপতি মো: আলী ,হালিম, সজল এবং তার দুই ভাই কাজল ও মালেক। এর মধ্যে মালেক জামাতের ক্যাডার বলে স্থানীয় সুত্র নিশ্চিত করেছে।

জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে সামাদ মেম্বার ও তার সহযোগীরা ভাগ্যকুলের আল-আমিন বাজারের মোস্তফা, বাবুল এবং কামালের তিনটি দোকান ভেঙ্গে দেয়। এর ঠিক পিছনে বসবাসকারী বারেককে ওই তিনটি দোকানের জায়গা তাৎক্ষনিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এজন্য বারেকের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা নিয়ে সামাদ মেম্বার বলে, 'এর মধ্যে ১ লাখ টাকা র‍্যাবকে দেয়া হবে। বাকি টাকা আমরা নেবো।'

অভিযোগ পাওয়া গেছে, সামাদ মেম্বার ভাগ্যকুলে র‍্যাবের ওয়ারেন্ট অফিসার কবিরের নাম ভাঙ্গিয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে নানাভাবে হয়রানির ভয় দেখিয়ে টাকা নেয় হাতিয়ে নিচ্ছে। এ ব্যাপারে র‍্যাবের দায়িত্বরত কর্মকর্তা মেজর আশরাফ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা এ অভিযোগটি অবশ্যই খতিয়ে দেখব।' এদিকে গত ১৮ জানুয়ারী রাত ৯ টায় শ্রীনগরের রাঢ়ীখাল ইউনিয়নের হাতারপাড়া গ্রামে আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী দৈনিক আমার দেশের শ্রীনগর প্রতিনিধি জাকির হোসেন সুমনের ওপর হামলা করে। এরপর দিন ১৯ জানুয়ারী মুন্সীগঞ্জ-১ আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশী এবং প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব এ কেএম মহিউদ্দিন মোহনকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেয়া হয়। এ ব্যাপারে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন,' সন্ত্রাসীরা শ্রীনগরে আমার গ্রামের বাড়িতে কবর তৈরি করে রাখার কথা বলে হত্যার হুমকি দিয়েছে।'

'যেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো সেখানে র‍্যাবের বা পুলিশের কি কর্মকান্ড থাকবে'

মিজানুর রহমান সিনহা

প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : সিরাজদিখানের বিএনপি নেতা আমিরউদ্দিন, শমসের, মাহমুদুর রহমান এবং কুট্টি আপনার ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে সন্ত্রাস চাঁদাবাজিতে লিপ্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য বলুন।

মিজানুর রহমান : আমাদের এলাকায় কোনো সন্ত্রাস নেই। আমাদের কোনো কর্মী সন্ত্রাস করে না।

২০০০ : গত ১৯ জানুয়ারি সিরাজদিখান উপজেলা কমপ্লেক্সে কংসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২১ লাখ টাকার নির্মাণ কাজের টেন্ডার জমা দিতে যান লতুন্দি বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খলিলুর রহমান। এ সময় যুবদল নেতা মজিবুর রহমান তাকে ইউএনও অফিসে প্রহার করে ৫০ হাজার টাকা এবং মোবাইল (০১৮৯-১৪০৫৬০) ছিনিয়ে নেয়। এমন কি তার ৫৪ হাজার টাকার টেন্ডারের ব্যাংক ড্রাফটও ছিঁড়ে ফেলে মজিবুরের ক্যাডার বাহিনী। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করতে গেলে পুলিশ টালবাহানা করে বলে অভিযোগ আছে।

মিজানুর রহমান : এই দুইজনই আমাদের নিবেদিত কর্মী। আমি দুজনকে একই দৃষ্টিতে দেখি। ...আমি হয়তো কিছু কিছু শুনেছি। যাই হোক, আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।

২০০০ : আপনার পিএ বাহারের বিরুদ্ধে নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে।

মিজানুর রহমান : সে তো সর্বক্ষণই পিএ হিসেবে আমার সঙ্গেই থাকে। সে লৌহজং থানা ছাত্রদলের সভাপতি। তাছাড়া কিছুদিন আগে মাওয়া রোডে বিশাল কাজ হয়েছে। তখনও তো বালু তোলা হয়েছে। কিন্তু কেউ আমার কর্মীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেনি।

২০০০ : মুন্সীগঞ্জে র‍্যাবের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই কেন?

মিজানুর রহমান : যেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো সেখানে র‍্যাবের বা পুলিশের কি কর্মকান্ড থাকবে? তবে একদম নাই তা নয়। তারা ইনফরমেশন অনুযায়ী কাজ করবে।

২০০০ : বিরোধী দল বিশেষত বিকল্প ধারাকে আগামী নির্বাচনে সন্ত্রাসীদের দ্বারা প্রতিহত করতেই মুন্সীগঞ্জে র‍্যাবের কোনো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ আছে।

মিজানুর রহমান : আমি এটা স্বীকার করি না।

বিএনপি প্রার্থীকে পরাজিত করে বিকল্পধারার প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন মাহী বি. চৌধুরী। ৭ জুন তার বিজয় মিছিলে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলায় নিহত হন বিকল্পধারার কর্মী মাসুম। এরপর থেকে মুন্সীগঞ্জে বিকল্পধারার বিভিন্ন সভায় হামলা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তবে মামলা-হামলা সত্ত্বেও বিএনপির দুর্গ হিসাবে পরিচিত মুন্সীগঞ্জে ধস নামাতে বদ্ধপরিকর বিকল্পধারার নেতা-কর্মীরা। কারণ মুন্সীগঞ্জে অধ্যাপক বি. চৌধুরীর একজন জনপ্রিয় নেতা হিসেবে এখনো সমাদৃত বলে মনে করা হয়। সেজন্য আগামী নির্বাচনে বি. চৌধুরীর বিকল্প ধারা বিএনপির জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মুন্সীগঞ্জে একের পর এক হত্যা-সন্ত্রাস-চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটলেও র‍্যাবের তৎপরতা না থাকায় স্থানীয় জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়েছেন। সন্ত্রাসীদের অপকর্ম চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। র‍্যাব গঠনের পর মুন্সীগঞ্জের দায়িত্বে র‍্যাব -৪ থাকলেও তাদের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা যায়নি বলে জনগণের অভিযোগ। এতে বিএনপির স্থানীয় নেতারা বরং খুশি। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতারাও নীরব।

তবে গত বছরের আগস্ট মাসে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার ভাগ্যকুলে র‍্যাবের ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এটি র‍্যাব-৮ (বরিশাল)-এর অধীন। মুন্সীগঞ্জে এর দায়িত্বে আছেন মেজর আশরাফ। সন্ত্রাস দমন প্রসঙ্গে র‍্যাব-৮ (বরিশাল)-এর অধিনায়ক মেজর মামুনুর রশীদ সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'সন্ত্রাসী যেই হোক না কেন, তাকে ধরা হবে। এ ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। সুতরাং মুন্সীগঞ্জবাসীর হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।' কিন্তু র‍্যাব কর্মকর্তার এই আশ্বাস বাস্তবে কতটা ফলে সেটি সময়ই বলে দেবে।